প্রথম পাঠঃ ইসলাম কি?

ইসলাম অর্থ আত্ম-সমর্পন, নিরাপত্তা, শান্তি।
আল্লাহর বিধানের কাছে আত্ম-সমর্পন করার নাম ইসলাম। যার ফলে নিশ্চিত হয় নিরাপত্তা ও শান্তি।

ইসলাম একটি সামাজিক আদর্শ। ইসলামী আদর্শে সমাজ গড়াকে বলে ইসলাম কায়েম করা। ইসলাম কায়েম করা সকল মুসলমানের উপর ফরজ।

যেসব দায়িত্ব দিয়ে মুহাম্মাদ সাঃকে পাঠানো হয়েছে এর অন্যতম হল: ইসলাম কায়েম করা। ইরশাদ হচ্ছেঃ- তিনি তদীয় রাসুল পাঠিয়েছেন জীবন বিধান (কুর্আন) ও সঠিক আদর্শ (ইসলাম) দিয়ে। যেন একে প্রতিষ্ঠা করেন অন্য সকল আদর্শের উপর। (তাওবাহ:৩৩)

ইসলাম গ্রহন করলে কি লাভ?

ইসলাম গ্রহন করলে অনেক লাভ হয়। যেমনঃ-
১. আল্লাহ খুশী হন। আল্লাহর প্রিয় হওয়া যায়।
২. আল্লাহ দয়া পরশ হয়ে অতীতের সকল গুনাহ মাফ দেন।
৩. নেক-কাজের বিনিময় ১০-৭০০গুন বাড়িয়ে দেন আল্লাহ তায়া'লা। ক্ষেত্র বিশেষে আরো বাড়াবেন, অগনীত দেবেন বলেও কথা দিয়েছেন মহান রাব্ব।
৪. আখেরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পাওয়া যায় অনন্ত সুখ, জান্নাত।

কি ভাবে ইসলাম গ্রহন করতে হয়?

ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করার নাম ইসলাম গ্রহন করা।
যে ইসলাম গ্রহন করে সে মুসলিম আর যে করেনা সে কাফির।

ইসলাম গ্রহনের নিয়ম হল: ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে: **আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল**।

ইসলামের মৌলিক বিষয় কয়টি ও কি কি?

ইসলামের মৌলিক বিষয় পাঁচটি। যথাঃ-
ক. শাহাদাহ। (এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে: আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।)
খ. সালাত। (নামায কায়েম করা)
গ. যাকাত। (ধনী ব্যক্তি প্রতি বসর তার নগদ অর্থ, সোনা, রূপা ও ব্যবসা সামগ্রীর ২.৫% নির্ধারিত খাতে খরচ করবে)
ঘ. সাওম। (রমজান মাসে রোজা রাখা)
ঙ. হাজ্জ। (সাধ্য থাকলে হাজ্জ করা)

ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ না মানলে কি হয়?

যে বাতকি ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ বা এর কোন একটি আংশিক বা পরিপূর্ন ভাবে মানবেনা....
অথবা ইসলামের কোন বিধানকে অবজ্ঞা করবে.....
অথবা ইসলামের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা অপছন্দ করবে.....
সে আর মুসলিম থাকবেনা। মুনাফিক, কাফির ও মুরতাদ হয়ে যায়।

এমন লোকের জানাজায় শরীক হতে ও তাদের জন্য দোয়া করতে আল্লাহ কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছেঃ-

.....তাদের কেহ মারা গেলে তার জন্য সালাহ (জানাজা, দোয়া) করবেনা আর (জিয়ারতে জন্য) তার কবরেও দাড়াবে না। তারা আল্লাহ ও রাসুলের সাথে কুফর করেছে এবং পাপিষ্ঠ হিসাবেই মারা গেছে। (তাওবাহঃ ৮৪)

ইসলাম গ্রহন করার পর কি করতে হয়?

ইসলাম গ্রহন করার পর তিনটি কাজ করতে হয়। যথাঃ-

ক. ইসলাম গ্রহনের স্বীকৃতি দিতে হয়।

খ. ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয়। তথা ঈমান রাখতে হয়।

গ. ইসলামের যাবতীয় বিধান পরিপূর্ন ভাবে মেনে চলতে হয়। তথা **আ'মাল ও ইবাদাত** করতে হয়।

যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ভাবে এতিনটি কাজ করল সে প্রকৃত মুসলিম। আল্লাহর ওয়ালী। নিশ্চিত জান্নাতী।

যে মুখে স্বীকৃতি দিল কিন্তু অবিচল আস্থা রাখলনা সে ধুকাবাজ, প্রতারক, মুনাফিক। চির জাহান্নামী।

আর যে ব্যক্তি বাস্তব জীবনে ইসলামের যাবতীয় বিধান পূর্নভাবে মেনে চলেনা সে ফাসিক।
ফাসিক জাহান্নামী হলেও চির জাহান্নামী হবেনা।

আ'মাল ও ইবাদাত অর্থ কি এবং তা কি ভাবে করতে হয়?

আ'মাল অর্থ কাজ। আর ইবাদাত অর্থ গোলামী করা, দাসত্ব করা।

গোলাম হিসাবে মহান মালিক আল্লাহ তায়া'লার যাবতীয় বিধান মেনে চলা এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করাকে ইবাদাত বলে। আর ইবাদাত করতে যা কিছু করা হয় এসব কাজকে বলে: আ'মাল।

যে বান্দার আ'মাল ও ইবাদাত আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যায় তার জীবন সফল। সে বড় ভাগ্যবান।

আ'মাল ও ইবাদাত কবুল হবার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

আয়'মাল ও ইবাদাত কবুল হওয়ার শর্ত কি কি?

আ'মাল ও ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। এরসবের অন্যতম হলঃ-

১. অন্তরে ঈমান থাকতে হবে। (ঈমান সম্পর্কে জানতে -ঈমান কি? পড়ে নাও)

২. ইখলাছ থাকতে হবে। অর্থাৎ কাজটি সম্পূর্নরূপে আল্লাহ তায়া'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে।

৩. আ'মালটি রিয়া মুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ কাউকে দেখানোর জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে করলে হবেনা।

৪. আহকাম ও আরকান তথা যাবতীয় নিয়ম কানুন মেনে কাজটি করতে হবে।

৫. কাজটি করতে হবে রাসুল সাঃ সুন্নাত ও সাহাবাদের আদর্শ মত।

অন্যথায় এসব আ'মাল ও ইবাদাত মূল্যহীন বেকার কাজে পরিনত হবে। এসবের সামান্যতম বদলাও আশা করা যাবেনা আল্লাহর কাছে।

ইসলাম গ্রহন না করলে কি হয়?

যে ইসলাম গ্রহন করেনা তাকে কাফির বলা হয়। কাফির আল্লাহর করুনা থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ কোন কাফিরকে ভালবাসেন না, ক্ষমা করেন না, স্থান দেন না আপন রহমতের ছায়ায়।

আল্লাহ কাফিরদের প্রতি খুব গুস্বা হন, রাগান্বিত হন, তাদের আযাব দেন, পরকালে নিক্ষেপ করবেন জাহান্নামে।

জান্নাত, জাহান্নাম কি?

জান্নাত হল: আল্লাহ নিয়ামতে পরিপুর্ন স্থান। সবচেয়ে ছোট জান্নাত অন্তত দশটি দুনিয়ার সমান। জান্নাতে থাকবে ফল, ফুল, ছায়াদার বৃক্ষ সহ নানা ধরনের বাহারি বাগান। ছল্-ছল্ করে বয়ে যাওয়া কত ঝরনা। থাকবে হিরা, জহরত, মনি, মুক্তা ও স্বর্ন-রৌপ্য নির্মিত মনমুগ্ধকর অট্টালিকা। সেবার জন্য চির কুমার গিলমান ও চিরকুমারী সুন্দরী সোহাগী হুর।

জান্নাতে কোন আইন থাকবেনা। মানতে হবেনা কোন বিধান। করতে হবেনা ইবাদাত বন্দেগী।

জান্নাতে সকল মানুষ হবে টগবগে যুকব, যুবতী। অপরূপ সুন্দর। ১০০জন মানুষের সমান শক্তি ও সামর্থবান। যে শক্তি কখনো শেষ হবেনা। যে যৌবন কখনো ক্ষয় হবেনা। যে সুন্দর্য কখনো মলিন হবেনা। জান্নাতে কেউ কখনো বুড়া হবেনা।

খাও দাও ফুর্তি কর। ইহাই: জান্নাতের নীতি। জান্নাতের খাদ্য কখনো শেষ হবেনা। জান্নাতের খাবার কখনো বাসি হবেনা। জান্নাতে ফুর্তির কোন অন্ত থাকবেনা, কোন সীমা থাকবেনা, কোন বাঁধা থাকবেনা।

যে মুসলিম খাঁটি ঈমানের অধিকারী হবে। আল্লাহর বিধান মতে জীবন কাটাবে এবং এসব করবে শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টির তরে। জান্নাত তাদেরি জন।
জান্নাতীরা অনন্তকাল জান্নাতে থাকবে। এ-জীবন আর শেষ হবেনা। এ-সুখ হবে চির দিনের জন্য, চির-স্থায়ী।

জাহান্নাম: জাহান্নাম হল আযাব ও গজবের স্থান। জাহান্নামীদের মাথার চুল ও পায়ের নলা ধরে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বাঁধা হবে ৭০গজ জিন্জির দিয়ে। ফিরিস্তা লোহার মুগুড় দিয়ে মারতে থাকবে। মারের সাথে দেহ থেতলে যাবে। আবার ঠিক করা হবে। আবার মারবে...।

নিয়োজিত করা হবে বিশাল বিশাল বিষধর সাপ। যে সাপ থুথু ফেললে বিষ-ক্রিয়ায় দুনিয়ার সব গাছ-পালা মরে যেত। সাপ কামড়াতে থাকবে। আবার বিষ নামানো হবে। আবার কামড়াবে...। এভাবে চলতেই থাকবে।

জাহান্নামীরা ক্ষুধার জালায় ছটপট করবে। তারা খেতে চাবে। দেয়া হবে যাক্কুম। যাক্কুম এক প্রকার বিচ্ছিরি ফল যার দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। যেফলের চতুর্দিকে থাকবে বিষাক্ত, ধারালো লম্বা লম্বা কাঁটা।

জাহান্নামীরা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পানি চাইবে। গলিত পুঁজ আর রক্ত দেয়া হবে তাদের। তা এত গরম হবে যে এতে ঠোঁট লাগানোর সাথে সাথে মুখের চামড়া গলে যাবে। পান করার পর ভিতরের সব গলে বেরিয়ে আসবে। আবার ঠিক করে দেয়া হবে।
গরমে অতিষ্ঠ হয়ে তারা ঠান্ডা চাইবে। এমন ঠান্ডা জাগায় তাদের নেয়া হবে যে ঠান্ডায় তারা জমে যাবে।

এভাবে আরো কত আযাব ও গজব দেয়া হবে তাদের। জাহান্নামীরা অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। এজীবন আর শেষ হবেনা। দেয়া হবেনা অবকাশ, কমানো হবেনা আযাব।

অনুশীলনী

প্রশ্নোত্তর

১. ইসলাম অর্থ কি, ইসলাম কাকে বলে?
২. ইসলাম কায়েম করা মুসলমানদের কেমন দায়িত্ব? কথাটি বুঝিয়ে বল।
৩. ইসলাম গ্রহনের ৩টি উপকার বর্ননা কর।
৪. কিভাবে ইসলাম গ্রহন করতে হয়?
৫. যে ইসলাম গ্রহন করে আর যে করেনা তাকে কি বলে?
৬. ইসলাম গ্রহনের নিয়ম বর্ননা কর।
৭. ইসলামের মৌলিক বিষয় কয়টি ও কি কি?
৮. যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন করল কিন্তু ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ মেনে নিলনা তার কি হবে?
৯. কোন ধরনের লোকের জানাজা করতে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন?
১০. ইসলাম গ্রহন করার পর কি করতে হয়?
১১. প্রকৃত মুসলিম কে?
১২. মুনাফিক কে? পরকালে মুনাফিক কোথায় থাকবে?
১৩. ফাসিক কারা? পরকালে তাদের কি পরিনতি হবে?
১৪. আ'মাল ও ইবাদাত অর্থ কি এবং তা কি ভাবে করতে হয়? বুঝিয়ে বল।
১৫. ইবাদাত কবুল হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?
১৬. যে ব্যক্তি ইবাদাত করল কিন্তু তা কবুল হওয়ার শর্ত সমূহ মেনে চললনা তার ইবাদাত কবুল হবে কি?
১৭. ইসলাম গ্রহন না করলে কি হয়?
১৮. জান্নাত সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
১৯. জাহান্নাম সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

সত্য মিথ্যা নির্নয় কর

১. ইসলাম অর্থ আত্ম-সমর্পন, নিরাপত্তা ও শান্তি।
২. মুসলমানের ঘরে জন্মিলেই মুসলমান হওয়া যায়। এর জন্য আল্লাহর বিধানের কাছে আত্ম-সমর্পন করার প্রয়োজন নেই।
৩. নামায রোজা সহ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাত করাই মুসলমানের দায়িত্ব। সমাজে ইসলাম কায়েম করার জন্য কোন প্রচেষ্ঠা করতে হয়না।
৪. রাসুল সাঃকে যেসব দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে এর অন্যতম প্রধান হল: ইসলাম কায়েম করা।
৫. ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ সম্পূর্ন বা আংশিক না মানলে মানুষ আর মুসলমান থাকেনা। বরং কাফির, মুরতাদ হয়ে যায়।
৬. যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহনের স্বীকৃতি দিল কিন্তু ইসলামের যাবতীয় বিষয়ে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখলনা সে মুনাফিক। তার ঠিকানা জাহান্নাম।
৭. গোলাম হিসাবে মহান মালিক আল্লাহর তায়া'লার যাবতীয় বিধান মেনে নেয়া এবং সে অনুযায়ী জীবন যাপন করাকে ইবাদাত বলে।
৮. ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য রয়েছে ৫টি শর্ত। এ-শর্ত সমূহ পুরন না করলে কোন ইবাদাতই কবুল হয়না।

দ্বিতীয় পাঠঃ ঈমান

ঈমান কি?

ঈমান অর্থ অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। নিরাপত্তা ও শান্তি।
আল্লাহর বিধানে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের নাম ঈমান। যার ফলে নিশ্চিত হয় আখেরাতের নিরাপত্তা ও শান্তি।

ঈমান অন্তরের বিষয়। অন্তরেই এর অবস্থান। ঈমান দেখা যায়না। তাই কারো ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে রাসুল সাঃ নিষেধ করেছেন।

ঈমানের উপকারিতা কি?

ঈমানের উপকারিতা অনেক। যেমনঃ-
১. যে ঈমান তাকে মুঅ্মিন বলা হয়। মুঅ্মিন আল্লাহর ওয়ালী। আল্লাহর প্রিয়জন।
২. যে ঈমান আনে আল্লাহ তাকে বন্ধু বলে ঘোষনা করেছেন।
৩. যতদিন মুঅ্মিন থাকবে ততদিন দুনিয়া থাকবে। যখন মুঅ্মিন থাকবেনা তখন দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে।
৪. আল্লাহ মুঅ্মিনদের থেকে তাদের জান-মাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।
৫. মুঅ্মিনের জন্য নিশ্চিত জান্নাত। ঈমান জান্নাতের গ্যারান্টি।

ঈমান কি ভাবে গ্রহন করতে হয়?

ঈমানের মৌলিক বিষয় সমূহের উপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস রাখতে হয়। ঘোষনা করতে হয় এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হয়।

ঈমানের মৌলিক বিষয় কয়টি ও কি কি?

ঈমানের মৌলিক বিষয় ৬টি। যথাঃ-
ক. আল্লাহর উপর ঈমান।
খ. ফিরিস্তাগণের উপর ঈমান।
গ. কিতাব সমূহের উপর ঈমান।
ঘ. রাসুলগণের উপর ঈমান।
ঙ. তাকদীরের উপর ঈমান।
চ. কিয়ামত ও পুনরোত্থানে ঈমান।

আল্লাহর উপর কি ভাবে ঈমান আনতে হয়?

আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়। আল্লাহর কোন শরীক নেই। আল্লাহ কারো মুখা-পেক্ষি নন। সকলেই আল্লাহর মুখা-পেক্ষি।

আল্লাহর কোন সন্তান নেই। আল্লাহও কারো সন্তান নন। আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই। আল্লাহই একক ইলাহ। আর কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহই আসল রাব্ব।

এ মহা-বিশ্ব আল্লাহ একাই বানিয়েছেন। আল্লাহ এসবের সৃষ্টি-কর্তা, খালিক্ব। আল্লাহ আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন মিটান। আল্লাহ সকলের রিজিক দাতা, রাজ্জাক্ব।

আল্লাহ সব শোনেন, সব দেখেন। আল্লাহ সার্ব-ভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক। শুধু আল্লাহর হাতেই আছে নিরঙ্কুষ ক্ষমতা। আল্লাহ অসীম দয়ার অধিকারী। শাস্তিদানেও কঠোর।

আল্লাহ সব কিছু একাই করেন। আল্লাহর কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয়না। আল্লাহ সর্ব-গুনে গুনান্বিত। আল্লাহর রয়েছে একশত গুনবাচক নাম। বড় হলে তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে পারবে।

ফিরিস্তাগণের উপর কিভাবে ঈমান আনতে হয়?

ফিরিস্তাগণ আল্লাহর সৃষ্টি। তারা নূরের তৈরী। ফিরিস্তা পূর্ন অনুগত জাতী। তারা কখনো অবাধ্য হয়না। আদেশ লঙ্ঘন করেনা। আল্লাহ যা হুকুম করেন তারা তাই করে, করতে থাকে।

ফিরিস্তাদের খানা, পানি, বিশ্রাম, ঘুম ইত্যাদির প্রয়োজন হয়না। পেশাব-পায়খানার দরকার হয়না। ফিরিস্তা নর নয়, নারীও নয়। তাদের সন্তান হয়না, পরিবার হয়না।

ফিরিস্তাদের জীবন মরন আমাদের মত নয়। আল্লাহ এক সাথে তাদের বানিয়েছেন। সবাই এক সাথে মারাও যাবে। ফিরিস্তাদের সঠিক সংখ্যা কেউ জানেনা আল্লাহ ছাড়া।

চারজন ফিরিস্তা অতি প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত। তারা বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত। যথাঃ-
১. জিবরাঈল আঃ। ফিরস্তাদের নেতা। আল্লাহর বিশেষ দূত। আল্লাহর বাণী নবী-রাসুলগণের নিকট পৌছে দেয়া এবং তাদের সাহায্য করা তার কাজ।

২. মিকাঈল আঃ। তিনি জল-বায়ূ তথা আব-হাওয়া, ফল-ফসল ও খাদ্য-শষ্যের দায়িত্বে নিয়োজিত।

৩. ইসরাফীল আঃ। মহা-প্রলয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ফিরিস্তা। আল্লাহ হুকুম করলে তিনি সিঙ্গা ফুঁকবেন। সিঙ্গা বেজে উঠবে। থর্ থর্ কেঁপে উঠবে মহা-বিশ্ব। শুরু হবে বিকট ও ভয়ানক গর্জন। প্রকম্পিত হবে তামাম জাহান। আকাশ ভেঙ্গে চূর্ন-বিচূর্ন হয়ে যাবে। ধুলি কনার মত উড়ে যাবে পাহাড়-পর্বত। সূর্য্যের আলো নিভে যাবে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র সব ভেঙ্গে পড়বে। হয়ে যাবে মহা-প্রলয়, কিয়ামত।

৪. আজরাঈল আঃ। প্রাণী-কূলের জান কবজের দায়িত্ব প্রাপ্ত। মালাকু-ল্-মাউত বা মৃত্যু-দূত।

মানুষের কাজ-কর্মের হিসাব ও রেকর্ড রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন একদল ফিরিস্তা। তারা সর্বদা মানুষের সঙ্গে থাকেন। তাদের বলা হয় কিরামান কাতিবীন, সম্মানিত লেখনগণ।

একদল ফিরিস্তা সব সময় পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ান। কেহ নেক-কাজ করলে তারা খুশী হন। তাদের জন্য ইস্তিগফার করেন। তাদের বলা হয় সাইয়্যাহীন, ভ্রমন কারী দল।

মানুষ মারা যাবার পর কবরে এসে প্রশ্ন করার দায়িত্ব আরো একদল ফিরিস্তার। তারা হলেন: মুন্কার নাকীর।

এভাবে ফিরিস্তাগণের নানা দল নানা দায়িত্বে নিয়োজিত। বড় হয়ে তোমরা এসব ব্যাপারে আরো জানতে পারবে।

কিতাব সমূহের উপর কি ভাবে ঈমান আনতে হয়?

ভাল মন্দ দুটি ধারা দুনিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে। রয়েছে বিরাজমান দুটি পথ, দুটি দিক। আল্লাহর আদর্শ ও শয়তানী মতবাদ। সু-পথ ও কু-পথ।

আল্লাহ কিতাব নাযিল করেছেন। আল্লাহর কিতাবে রয়েছে ভাল-মন্দের সু-স্পষ্ট বর্ননা। আল্লাহর কিতাবকে জীবন বিধান হিসাবে গ্রহন করলেই আমরা ভালকে ভাল ও মন্দকে মন্দ হিসাবে বুঝতে পারব।

বান্দা হিসাবে আমাদের কর্তব্য আল্লাহর কিতাব মেনে চলা। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবের বাস্তবায়ন। তবেই আমরা প্রকৃত অর্থে মুঅ্মিন হতে পারব। নতুবা ভন্ড, প্রতারন, মুনাফিক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে জাহান্নামের নিকৃষ্টতম গহ্বরে পতিত হয়ে ভোগ করতে হবে কঠিন সাজা।

আল্লাহ দুই ধরনের কিতাব নাযিল করেছেন।
ক. সাহীফাহ তথা পুস্তিকা।
খ. কিতাব তথা গ্রন্থ।
ছোট ছোট কিতাবকে সাহীফাহ বলা হয়। অনেক নবী ও রাসুলকে অনেক সাহীফাহ দিয়েছেন আল্লাহ তায়া'লা। এর সঠিক হিসাব আমাদের জানা নেই।

বড় কিতাব দিয়েছেন চারটি। যথাঃ-
ক. তাওরাত মূসা আঃকে।
খ. যাবুর দাউদ আঃকে।
গ. ইন্জীল ঈসা আঃকে।
ঘ. ক্বুর্আন মুহাম্মাদ সাঃকে।

এর মধ্যে তাওরাত, ইন্জীল ও ক্বুর্আন পূর্নাঙ্গ কিতাব। এসব কিতাবে রয়েছে মানব সভ্যতার ইতিহাস, ইবাদাত, বানিজ্য, সামাজিকতা, বিচার ও শাসন, পারিবারিক সামাজিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি-মালা সহ মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান। রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক তথ্য ও রহস্য। আর যাবূরে ছিল শুধু উপদেশ আর নীতি কথা।

আগেকার কোন কিতাবই সংরক্ষিত নয়। মানুষ এসবকে বদলে ফেলছে। তারা বঞ্চিত হয়েছে আল্লাহর কালাম থেকে। নিন্দিত ও ধিকৃত হয়েছে আল্লাহর কাছে।

আল্লাহর কিতাব হিসাবে সংরক্ষিত আছে একমাত্র ক্বুর্আন। ক্বুর্আন কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতীর জন্য পথ প্রদর্শন, একমাত্র জীবন বিধান। যে ক্বুর্আনের বিধান মেনে চলবে সে মুঅ্মিন। আর যে মানবেনা সে কাফির, চির জাহান্নামী। তার প্রতি আল্লাহর লায়'নত, ফিরিস্তাদের লায়'নত, লায়'নত সকল সৃষ্টির।

রাসুলগণের উপর কি ভাবে ঈমান আনতে হয়?

সৃষ্টি করার পর আল্লাহ সকল মানুষ থেকে ওয়াদা নিয়েছেন। সবাই তখন স্বীকৃতি দিয়েছে: আল্লাহই একমাত্র রাব্ব। সকলেই ওয়াদাহ করেছে: অন্য কাউকে মেনে নেবেনা রাব্ব হিসাবে।
কিন্তু দুনিয়ার মোহে ও শায়তানের প্ররোচনায় মানুষ এ-ওয়াদাহর কথা ভুলে যায়। আল্লাহর আদর্শ ছেড়ে অন্য পথ ধরে। আল্লাহর বিধান ছেড়ে মেনে নেয় অন্য বিধান। গ্রহন করে অন্য রাব্ব।

ভুলা মানুষকে পথের দিশা দিতে, তাদের দেয়া স্বীকৃতি ও ওয়াদার কথা স্মরন করিয়ে দিতে আসেন রাসুলগণ। রাসুলগণ একত্ববাদের কথা বলেন। কুফর-শির্ক্ ছেড়ে তাওহীদের অনুসারী হতে আহ্বান করেন। বলেন: আল্লাহই একমাত্র ইলাহ ও আসল রাব্ব। আর কোন ইলাহ নেই, আর কোন রাব্ব নেই আল্লাহ ছাড়া। আহ্বান

করেন মুর্তি ও ভাস্কর্য সংস্কৃতি ছেড়ে আল্লাহর আদর্শে আদর্শবান হয়ে তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গড়তে, আল্লাহর বিধান মেনে নিতে আর ভন্ড নেতাদের বর্জন করে আল্লাহর প্রেরিত রাসুলদের অনুকরন করতে।

যারা রাসুলের ডাকে সাড়া দেয় রাসুল তাদের সু-সংবাদ দেন। সু-সংবাদ দেন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের। আর যারা সাড়া দেয়না তাদের সাবধান করেন। সাবধান করেন আল্লাহর আযাব ও জাহান্নাম থেকে।

সর্ব-শেষ রাসুল হলেম মুহাম্মাদ সাঃ। তিনি আরব দেশের মক্কাহ নগরীতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মদীনাহ নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেন তাওহীদ ভিত্তিক ইসলামী সমাজ।

তাঁর কাছে নাযিল হয়েছে কুর্আন। আর তাঁর বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে বলে হাদীছ বা সুন্নাহ। এই কুর্আন ও সুন্নাহই ইসলামী শারীআ'হর মূল-নীতি। তাঁর কাছে আগত জীবন বিধান: ইসলামী শারীআ'হ।

ইসলামী শারীআ'হ অনুযায়ী জীবন যাপন করা সকল মানুষের উপর ফরজ। আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, ব্যবসা, বানিজ্য, রাজ-নীতি, অর্থ-নীতি, বিচার ও শাসন সব হবে শারীআ'হর আওতাধীন।

শারীআ'হ বহির্ভুত কিছু করা বা বলা কুফর। যারা শারীআ'হ বহির্ভুত কোন কাজ করে তারা কাফির। তাদের ইবাদাত-বন্দেগী আল্লাহর কাছে গ্রহন যোগ্য নয়। তারা চির জাহান্নামী।

তাক্বদীরের উপর কি ভাবে ঈমান আনতে হয়?

তাক্বদীর অর্থ পরিমান নির্ধারন করা। সৃষ্টি-কূলের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত পরিমানকে তাক্বদীর বলা হয়। আল্লাহ অসীম জ্ঞানের অধিকারী। আমরা কখন কি করব আল্লাহ তা জানেন। জানেন সৃস্টি করার আগ থেকেই। জানেন আপন জ্ঞানে, কোন মাধ্যম ছাড়াই।

তাক্বদীর মহান আল্লাহর এক গোপন রহস্য। তাক্বদীরের মত সূক্ষ বিষয় অনুধারনের মত জ্ঞান নেই মানুষের। তাই এ-সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসুলের দেয়া বক্তব্য যে ভাবে এসেছে সে ভাবেই মানতে হবে। ভাল-মন্দ সব আল্লাহ থেকে হয়। যা এসেছে তা এড়িয়ে যাবার ছিলনা। যা পাইনি কোন ভাবেই তা পাবার নয়।

আমি কখন কি করব, কি করব না? কি খাব, কি খাবনা? কখন বিমার হব, কি ভাবে সুস্থ হব? কখন বিপদে পড়ব, কি ভাবে বিপদ-মুক্ত হব? কি ভাবে মারা যাব, আমার চির-স্থায়ী নিবাস কোথায়? ইত্যাদি সব লিপিবদ্ধ আছে লাউহে মাহফুজে। ইহাই তাক্বদীর।

তোমাদের মনে হয়ত প্রশ্ন জাগবে: তবে আ'মাল ও ইবাদাত কিসের জন্য? এমন প্রশ্ন সাহাবাদের মনেও জেগে ছিল। তারা রাসুল সাঃকে প্রশ্নটি করেও ছিলেন। রাসুল সাঃ বলেছেন: আ'মাল কর, ইবাদাত করতে থাক....।

কিয়ামত ও পুনরোত্থানের উপর কি ভাবে ঈমান আনতে হয়?

এমন এক দিন ছিল। যখন কিছুই ছিলনা। ছিলেন শুধু মহান জাত, আল্লাহ তায়া'লা। মহান আল্লাহ দয়া পরশ হয়ে এমহা বিশ্ব সৃজন করেছেন। এমহা-বিশ্বের সময় একদিন শেষ হয়ে যাবে। আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র সব ভেঙ্গে পড়বে। সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। ঘটে যাবে মহা-প্রলয়, কিয়ামত।

কিয়ামতের পর আল্লাহর সবাইকে উঠাবেন। নতূন জীবন দেবেন। সবাই দাড়াবে আল্লাহর সামনে। পরাক্রম শালী

মহান আল্লাহ মানুষ ও জিন্ন জাতীর বিচার করবেন। হিসাব নিবেন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের, প্রতিটি কাজের, প্রতিটি কথার।

বিচারের পর আল্লাহ ফয়সালা দেবেন। যারা ঈমান এনেছে, নেক-কাজ করেছে তাদের জান্নাতে দেবেন। আর যারা কুফর করেছে, মন্দ কাজ করেছে তাদের দেবেন জাহান্নামে।

কিয়ামত কবে হবে

কিয়ামত ঠিক কখন হবে: আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা। তবে রাসুল সাঃ কিছু আলামত বর্ননা করেছেন যা দেখে মানুষ বুঝতে পারবে: কিয়ামত অতি নিকটে।

সে আলামত সমূহ কি কি?

কিয়ামতের রয়েছে দুই ধরনের আলামত। যথাঃ ছোট আলামত ও বড় আলামত।

কিয়ামতের ছোট আলামত সমূহ কি কি?

১. নাচ-গান, মদ্য-পান ও পাপাচার বেড়ে যাওয়া
২. নায়িকা, গায়িকারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।
৩. মসজিদে উচ্ছ-বাক্য তথা ঝগড়া-ঝাটি হওয়া।
৪. মন্দ লোকেরা সমাজের নেতা হওয়া।
৫. মা-বাবা হক উপেক্ষিত হওয়া।
৬. পুরুষ লোক স্ত্রী লোকের আনুগত্য করা।
৭. দ্বীনি ইল্‌ম্‌ ও দ্বীনি বিষয়াদির গুরুত্ব মানুষের কাছে কমে যাওয়া।
৮. দ্বীন ছেড়ে দুনিয়ার জন্য জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়া।
৯. আমানত ও বিশ্বস্থতা কমে যাওয়া।
১০. মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়া। ইতাদি..

কিয়ামতের বড় আলামত সমূহ কি কি?

১. ভুমি কম্প সহ আল্লাহর গযব বেড়ে যাওয়া। *(কিন্তু লোকজন এসবকে গযব মনে না করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মনে করবে। তাই তাওবাহ না করে অন্য পথ ধরবে। যা বর্তমানে হচ্ছে)*
২. চতুর্দিকে যুদ্ধি-বিগ্রহ ছড়িয়ে পড়া।
৩. হত্যা ও অস্বাভাবিক মৃত্যু বেড়ে যাওয়া।
৪. ইরাক, সিরিয়া ও মিশরের বিরোদ্ধে অবরোধ। ইরাক যুদ্ধ। সিরিয়ার বিরোদ্ধে সৈন্য সমাবেশ।
৫. আরব দেশে একজন বীর মুজাহিদের আত্ম প্রকাশ। যিনি খিলাফাহ ব্যবস্থাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন। ছয় বসর ব্যাপী সর্বাত্বক যুদ্ধ করে বিশ্ব-ব্যাপী প্রতিষ্ঠা করবেন ইসলামী খিলাফাহ। যার নাম হবে রাসুল সাঃর নামে। হাদীছে তাকে বলা হয়েছে খালীফাহ মাহদী তথা হেদায়াত প্রাপ্ত খালীফাহ।
৬. দাজজালের আবির্ভাব। ঈসা আঃর অবতরন এবং দাজজালকে হত্যা।
৭. ইয়াজুজ মাজুজের অভিযান।
৮. সূর্য ও চন্দ্র একত্রিত হয়ে পশ্চিম দিকে উদয়। তখন থেকে আর কারো ঈমান বা তাওবাহ গ্রহন যোগ্য হবেনা।

ঈমান আনার পর কি করতে হয়?

ঈমান আনার পর তাওহীদ ভিত্তিক জীবন যাপন করতে হয়। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাওহীদের বাণী ও শিক্ষা

মেনে চলতে হয়।

তাওহীদ কি?

তাওহীদ অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহ এক। আল্লাহ আপন জাতি সত্বা, যাবতীয় গুনাগুন সহ সকল বিষয়েই এক, অদ্বিতীয়। আল্লাহর এই একক ও অদ্বিতীয় হওয়ার নীতিকে বলে তাওহীদ। যে তাওহীদে বিশ্বাস করে তাকে বলা হয় মুওয়াহহিদ বা একত্ববাদী। আর যে বিশ্বাস করেনা সে মুশ্‌রিক।

তাওহীদের বাণী ও শিক্ষা কি?

তাওহীদের বাণী হল: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (নেই কোন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া।) মানে সকল প্রকার ত্বাগুতকে প্রত্যাখ্যান করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন।

আর তাওহীদের শিক্ষা হল: সকল প্রকার শয়তানী মতবাদ পরিহার করে আল্লাহর মনোণীত একমাত্র দ্বীন মেনে নেওয়া। রাসুল সাঃর আদর্শে আদর্শবান হওয়া এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসুল সাঃ ও সাহাবাদের অনুকরন করা।

অনুশীলনী

প্রশ্নোত্তর

১. ঈমান শব্দের অর্থ কি, ঈমান কাকে বলে? বুঝিয়ে বল।
২. ঈমানের অবস্থান কোথায়, কারো ঈমানের সাক্ষ্য দেয়া কি ঠিক?
৩. ঈমানের ৪টি উপকারিতা বর্ননা কর।
৪. ঈমানের মৌলিক বিষয় কয়টি ও কি কি?
৫. আল্লাহর উপর কি ভাবে ঈমান আনতে হয়? সাধ্য মত বর্ননা কর।
৬. ফিরিস্তা কিসের তৈরী, ফিরিস্তা নর না নারী, ফিরিস্তাদের সন্তানাদি হয় কি না? বর্ননা কর।
৭. চার জন বড় ফিরিস্তার নাম ও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৮. সায়্যাহীন ফিরিস্তা সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
৯. মুনকার নাকির কারা? বুঝিয়ে বল।
১০. সাহিফা ও কিতাবের পার্থক্য বর্ননা কর।
১১. আল্লাহর দেয়া চারটি কিতাবের নাম এবং কোনটি কোন নবীর প্রতি নাযিল হয়েছে লিখ।
১২. মুঅ্‌মিন কে? কার প্রতি আল্লাহর লায়'নত, ফিরিস্তাদের লায়'নত, লায়'নত সমগ্র মানব জাতীর?
১৩. রাসুলগণ কেন আসেন, তারা লোকজনকে কি বলেন?
১৪. সর্ব-শেষ রাসুল কে, তিনি কোথায় আত্ম-প্রকাশ করেন?
১৫. ইসলামী শারীআ'হ মেনে চলার হুকুম কি? শারীআ'হ না মানলে কি হয়?
১৬. যারা শারীআ'হ বহির্ভুত কাজ করে তারা কি?
১৭. তাক্বদীর অর্থ কি, তাক্বদীর বলতে কি বুঝ? বর্ননা কর।
১৮. কিয়ামত কি? কিয়ামতের পর কি হবে?
১৯. কিয়ামতের ৫টি ছোট আলামত লিখ।
২০ কিয়ামতের ৫টি বড় আলামত লিখ।
২১. ঈমান আনার পর কি করতে হয়?
২২. তাওহীদ কি?
২৩. তাওহীদের বাণী ও শিক্ষা কি?

সত্য মিথ্যা নির্নয় কর

১. আল্লাহর বিধানে অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের নাম ঈমান।

২. ঈমানের মৌলিক বিষয় ৫টি।

৩. ফিরিস্তারা দিনে ঘুমায় আর রাতে কাজ করে।

৪. আল্লাহ কুর্আন নাযিল করেছেন পড়ার জন্য, কুর্আনের বিধান জীবনে বাস্তবায়নের জন্য নয়।

৫. রাসুলগণ বলেছেন: লোক সকল! আল্লাহর কথা শোন, নামায রোজা কর। আর সমাজিক বিষয়াদী পরিচালিত কর তোমাদের ইচ্ছামত। এসম্পর্কে ধর্ম কিছুই বলবেনা।

৬. মানুষ নিজে তার ভাগ্যের নির্মাতা'' এমন বিশ্বাস পোষন করা পরিস্কার কুফর।

৭. আল্লাহ এক। আল্লাহর কোন ছেলে-মেয়ে নেই। তবে আল্লাহর রয়েছে অনেক সাহায্যকারী।

৮. তাওহীদের শিক্ষা হল: সকল প্রকার শয়তানী মতবাদ পরিহার করে আল্লাহর মনোণীত দ্বীন মেনে নেয়া। রাসুল সাঃর আদর্শে আদর্শবান হওয়া এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসুল সাঃ ও সাহাবাদের অনুসরন করা।

তৃতীয় পাঠঃ কুর্আন ও হাদীছ

ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে কি করতে হবে?

কুর্আন ও হাদীছ পড়তে হবে, বুঝতে হবে এবং কুর্আন ও হাদীছে বর্নিত বিষয়াদি সম্পর্কে গবেষনা করতে হবে।

কুর্আন কি?

কুর্আন আল্লাহর কালাম। আল্লাহর এমহান বাণী সংরক্ষিত আছে সপ্ত আকাশের উপর লাউহে্ মাহফূযে। আল্লাহ দয়া পরশ হয়ে তাঁর এ মহান কালাম নাযিল করে আমাদের ধন্য করেছেন।

কুর্আন কখন কার উপর নাযিল হয়?

৬১০ ঈসায়ী সনে মুহাম্মাদ সাঃর উপর কুর্আন অবতরন শুরু হয়। তিনি তখন মক্কাহ শহরের নিকটে হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এবং দীর্ঘ ২৩বসরে তা সম্পূর্ন হয়।

প্রয়োজন মত কুর্আনের বাণী নিয়ে আসতেন ফিরিস্তাদের নেতা অতি বিশ্বস্থ ও ক্ষমতাধর জিবরাইল আঃ।

কুর্আন কেন নাযিল করা হয়েছে?

কুর্আন নাযিলের উদ্দেশ্য সমূহের অন্যতম হলঃ-

১. মানুষকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়া।

২. শয়তান, শয়তানের অনুকরন, মন্দ কাজ ও মন্দ পথে চলার পরিনতি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া।

৩. আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য কারী, সৎ, ন্যায় পরায়ন ও সত্য আদর্শে অবিচল ব্যক্তিদের জান্নাত, মাগফিরাত, আল্লাহর সন্তুষ্টির সু-সংবাদ দেয়া।

৪. সমাজ থেকে জুলুম ও শোষন দূর করে ন্যায়, সাম্য ও ইনসাফ কায়েম করা তথা আল্লাহর কালাম অনুযায়ী বিচার ও শাসন করা। আল্লাহ বলেছেনঃ-

ক. (হে নবী!) তোমার প্রতি নাযিল করেছি যথার্থ কিতাব, যেন বিচার ও শাসন কর আল্লাহর বাতানো পথে। অপরাধীদের পক্ষে ওকালতি করনা। (নিসা ১০৫)

খ. ....আর তাদের মাঝে বিচার ও শাসন কর আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে। তাদের মন-গড়া কোন কিছু মেনে নিওনা। (মাইদাহ: ৪৯)

কুর্‌আনের বিধান না মানলে কি হয়?

কুর্‌আনের বিধান না মানলে বা সে বিধান মত বিচার ও শাসন না করলে মানুষ কাফির, মুশরিক ও ফাসিক হয়ে যায়। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

ক. যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে বিচার ও শাসন করেনা তারা কাফির। (মা-ইদাহ ৪৪)
খ. যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে বিচার ও শাসন করেনা তারা জালিম (মুশরিক)। (মা-ইদাহ ৪৫)
গ. যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মতে বিচার ও শাসন করেনা তারা ফাসিক্ব। (মা-ইদাহ ৪৭)

হাদীছ কি?

রাসুল সাঃর বাণী, তাঁর কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা ও কোন কাজে সমর্থন দেয়াকে হাদীছ বলে।

হাদীছ আমরা কোথায় পাব?

হাদীছের অনেক কিতাব রয়েছে। এরমধ্যে ৬টি কিতাব বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সহীহ্ হিসাবে খ্যাত। যথাঃ-

১. সাহীহ্ বুখারী। সবচেয়ে বিশুদ্ধতম হাদীছ গ্রন্থ। ৭৫৬৩টি হাদীছের বিরাট এক ভান্ডার।
২. সাহীহ্ মুসলিম। বিশুদ্ধতম হাদীছ গ্রন্থ। ৩০৩৩টি হাদীছের বিরাট এক ভান্ডার।
৩. সুনান আবু-দাউদ। কিতাবটিতে সাহীহ হাদীছের সংখ্যাই বেশী। তবে দ্বাইফ হাদীছও বিদ্যমান।
৪. জামি' আত-তিরমিযী। কিতাবটিতে সাহীহ হাদীছের সংখ্যাই বেশী। তবে দ্বাইফ হাদীছও বিদ্যমান।
৫. সুনান নাসায়ী। কিতাবটিতে সাহীহ হাদীছের সংখ্যাই বেশী। তবে দ্বাইফ হাদীছও বিদ্যমান।
৬. সুনান ইবন্ মাজা। কিতাবটিতে সাহীহ হাদীছের সংখ্যাই বেশী। তবে দ্বাইফ হাদীছও বিদ্যমান।

এ ছয়টি কিতাবকে একত্রে বলা হয় সীহাহ সিত্তা (বিশুদ্ধ ৬টি কিতাব)

এ ছয়টি কিতাব ছাড়াও আরো অনেক হাদীছের কিতাব রয়েছে। যেমনঃ-
দারিমী, দার ক্বুত্‌নী, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, মুসনাদ আহমাদ, কানযু-ল-উম্মাল, কিতাবুল আছার, মুস্‌তাদরাক হাকীম ইত্যাদি। এসব কিতাবে সাহীহ হাদীছও আছে। আবার দ্বাইফ ও মাওদ্বুয়' (জাল) হাদীছও বিদ্যমান।

হাদীছের কিতাব সমূহ থেকে হাদীছ সংগ্রহ করে লিখা হয়েছে আরো কত কিতাব। যেমনঃ- রিয়াদ্বু-স্-সালিহীন, মিশকাতু-ল্-মাস্বাবীহ। মুনতাখাব হাদীছ, ফয়জুল কালাম ইত্যাদি।

সাহীহ, দ্বাইফ ও মাওদ্বুয়' হাদীছ কি?

সাহীহ অর্থ বিশুদ্ধ, দ্বাইফ অর্থ দুর্বল আর মাওদ্বুয়' অর্থ জাল বা বানানো।

যে হাদীছ সমূহ রাসুল সাঃ থেকে বিশুদ্ধ বর্ননায় পাওয়া গেলে তা সাহীহ।
যে হাদীছের বর্ননায় সামান্যতম দুর্বলতা পাওয়া গেছে তা দ্বাইফ।
আর স্বার্থ সন্ধানী, শয়তানের চেলাদের দ্বারা বানানো যেসব মিথ্যা কথা রাসুল সাঃর নামে প্রচার করা হয়েছিল তা মাওদ্বুয়' হাদীছ নামে খ্যাত।

হাদীছ কি করে সাহীহ, দ্বাইফ ও মাওদ্বুয়' হয়?

রাসুল সাঃর সময়ে হাদীছ সংকলন করা হয়নি। হয়েছে অনেক পরে। হাদীছ যারা বর্ননা করেছেন তাদের বলা

হয় রাওয়ী আর যারা সংকলন করেছেন তাদের বলা হয় হাদীছের ইমাম।
হাদীছের ইমামগণ সাধারনত ৪/৫জন রাওয়ীর মাধ্যমে এক একটি হাদীছ সংগ্রহ করে সংকলন করেছেন। তারা সকল রাওয়ী সম্পর্কে বিস্তারিত খুজ-খবর নিয়েছেন এবং রাওয়ীদের জীবনীর চুল-চেরা বিশ্লেষন করেছেন। এই রাওয়ীগণের গুনাগুনের ভিত্তিতে হাদীছ সাহীহ, দ্বাইফ ও মাওদ্বুয়' হয়।

কোন্ হাদীছের উপর আমল করতে হয়?

সাহীহ হাদীছের উপর আমল করতে হয়।
দ্বাইফ হাদীছের উপর আমল করা যায়না। তবে ফজিলত বর্নিত হলে তা মেনে নেওয়াতে দূষ নেই। আর মাওদ্বুয়' হাদীছের উপর কোন ভাবেই আমল করা যায়না।

হাদীছ না মানলে কি হয়?

কিছু হাদীছ আছে যেগুলু না মানলে মানুষ কাফির হয়ে যায়। (যেমন হাদীছ মুতাওয়াতির ও মাশহুর।)

অন্যান্ন সহীহ হাদীছ সমূহও মেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক। কুর্আন ও হাদীছে বর্নিত বিধান মেনে নেওয়া এবং সে বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা সকলের উপর ফরজ।

কুর্আন ও হাদীছে বর্নিত বিধানকে কি বলে?

কুর্আন ও হাদীছে বর্নিত বিধানকে ইসলামী শারীআ'হ বলা হয়। ইসলামী শারীআ'হ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা, শারীআ'হ প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্বক প্রচেষ্টা করা মুসলমানদের উপর ফরজ। এপ্রচেষ্টাকে বলা হয় জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ

শারীআ'হ প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা না করলে কি হয়?

যে ব্যক্তি শারীআ'হ প্রতিষ্ঠার জিহাদে শরীক হবেনা সে ফাসিক। আর যে ব্যক্তি এ-জিহাদে অনাগ্রহ করবে সে মুনাফিক, চির জাহান্নামী। এমন কেহ মারা গেলে তাদের জানাজায় শরীক হতে ও তাদের জন্য দোয়া করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। (প্রমান স্বরূপ সুরাহ তাওবাহ: ৮১-৮৪তম আয়াত দেখে নিন)

অশান্তি দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনার উপায় কি?

অশান্তি দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনার একমাত্র উপায় হল তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গড়া। সমাজে আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামী শারীআ'হ প্রতিষ্ঠা করা।

আমাদের সমাজ কুর্আন হাদীছের আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে, এখন সংশোধনের উপায় কি?

কুর্আন হাদীছ থেকে আমাদের দূরত্ব নির্নয় করা এবং তা কাঠিয়ে উঠার উপায় বের করে সে অনুযায়ী কাজ করা।

অনুশীলনী

প্রশ্নোত্তর

১. ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে কি করতে হবে?
২. কুর্আন কি?
৩. কুরআন নাযিলের ৪টি কারন উল্লেখ কর।
৪. কুর্আনের বিধান মত বিচার ও শাসন না করলে কি হয়?
৫. যারা কুর্আনের সত্যতা স্বীকার করে কিন্তু বাস্তব জীবনের কোন কোন বিষয়ে কুর্আনে বর্নিত নিয়ম নীতি

মেনে চলেনা তারা কি? দৃষ্টান্ত সহ বুঝিয়ে বল।
৬. হাদীছ কি?
৭. হাদীছ আমরা কোথায় পাব?
৮. ছয়টি বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থের নাম লিখ।
৯. সাহীহ, দ্বাইফ ও মাওদ্বুয়' হাদীছ কি?
১০ হাদীছ কি করে সাহীহ, দ্বাইফ ও মাওদ্বুয়' হয়?
১১. কোন ধরনের হাদীছের উপর আমল করতে হয়?
১২. হাদীছ না মানলে কি হয়?
১৩. ইসলামী শারীআ'হ কাকে বলে?
১৪. শারীআ'হ প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্বক প্রচেষ্ঠাকে কি বলে?
১৫. সমাজ থেকে অশান্তি দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনার উপায় কি?
১৬. আমাদের সমাজ ক্বুর্আন হাদীছের আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এখন সংশোধনের উপায় কি?

সত্য মিথ্যা নির্নয় কর

১. প্রত্যেক মুসলমাকে ক্বুর্আন পড়তে হবে। তবে ক্বুর্আন হাদীছ বুঝার, এনিয়ে গবেষনা করার, বাস্তাব জীবনে তা মেনে চলার প্রয়োজন নেই।
২. ক্বুর্আন নাযিলের উদ্দেশ্য সমূহের অন্যতম হল: শয়তান, শয়তানের অনুকরন, মন্দ কাজ ও মন্দ পথে চলার পরিনতি সম্পর্কে লোকজনকে সাবধান করে দেয়া।
৩. সকাল সন্ধা ক্বুর্আন তিলাওয়াত করা, বালা-মুসীবতে ক্বুর্আনের আয়াত দিয়ে ঝাড়-ফুক করা ও তাবিজ লিখাই একজন মুসলমানের জন্য যথেষ্ট। ক্বুর্আনে বর্নিত নিয়ম-নীতি না মনলে কিছু হয়না।
৪. রাসুল সাঃর বাণী, তাঁর কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা ও কোন কাজে সমর্থনকে হাদীছ বলে।
৫. হাদীছ সংগ্রহের জন্য আছে ৬টি বিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ।
৬. সব হাদীছের উপর আমল করতে হবে। হক সে হাদীছ দ্বাইফ বা মাওদ্বুয়'।
৭. হাদীছ শুধু শোনার, শোনে আফসোস করার বা কাঁদার জন্য। নিজের জীবনে বাস্তবায়নের জন্য নয়।
৮. একজন মুসলমানের জন্য নামায রোজা করাই যথেষ্ট। শারীআ'হ প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্ঠা করা জরুরী নয়।
৯.সমাজ থেকে অশান্তি দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনার উপায় হল: নাস্তিক্যবাদী ধর্মহীন সমাজ গড়া।
১০. ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।
১১.সমাজ থেকে অশান্তি দূর করে শান্তি ফিরিয়ে আনার উপায় হল: নাস্তিক্যবাদী ধর্মহীন সমাজ গড়া।
১২. ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।